দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাস সাহিত্যের প্রাথমিক পরিচয় ও পর্ব বিভাজন

কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী বিশ শতকের সত্তরের দশকে ছোটগল্পের হাত ধরে সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ শুরু করেন। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত 'ভূমিসূত্র' গল্প সংকলনের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের স্থান নির্দিষ্ট করলেন। রসপিপাসু মন নিয়ে প্রথম পর্বের লেখা শুরু করেন। গ্রাম জীবনের বিচিত্র রূপকে তুলে ধরে সাহিত্য জগতে নিজের লেখনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। একে একে পরবর্তী গল্প সংকলনগুলি তাঁকে ছোটগল্পের জগতে আলাদা আসন দিয়েছে। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে স্বপ্নময় চক্রবর্তী উপন্যাস সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন। ফলে ছোটগল্প রচনা এবং উপন্যাস লেখায় নিজেকে সমান তালে পরিচালনা করার চেষ্টা করেন। প্লট ও থিমের যথাযথ প্রয়োগে তিনি সাহিত্য রচনায় নিজের ভিন্ন মাত্রাকে চিহ্নিত করলেন। সাহিত্য রচনায় আজও বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে চলমান সময় এবং চরিত্রকে ধরতে চাওয়া এই মানুষটি নিজের রচনাশক্তিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। সাহিত্য সৃষ্টিতে বিচিত্র কর্মঅভিজ্ঞতা, ভ্রমণ পিপাসু মন তাঁকে বিচিত্র রসদ সঞ্চার করেছে। ফলে তাঁর সাহিত্যের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন জন-সংস্কৃতির ছোঁয়া। উঠে এসেছে নিম্নবর্গীয় জীবনের না জানা কথা থেকে কলকাতার মস্তানদের জীবন অভিজ্ঞতার কথাও। শুধু কলকাতা বা বাংলার বহুপ্রান্তের কথা নয়, বাংলার বাইরের বিভিন্ন কাহিনি এবং বহির্ভারতের বহু জীবনকথাও তাঁর কথাসাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে।

বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে স্বপ্নময় চক্রবর্তী উপন্যাস রচনায় এলেন। এই দশক হিসেব-নিকেশের দশক। বিগত সময়কে এক একটি দশকে ভাগ করে যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে যাপিত সময়ে রাজনীতি-সমাজ-সংস্কৃতিতে বৃহৎ পরিবর্তনের চিত্র উঠে আসবে। মধ্য পর্যায়ে ঘটে যাওয়া 'স্বাধীনতা' নামক 'সব পেয়েছি' ধারণাটি আমাদের মনন-দর্শনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। স্বাধীনতার সঙ্গে দেশভাগের যন্ত্রণা আমাদের সহ্য করতে হয়েছিল যা কোনো দিন ভোলার নয়। সাহিত্যের পাতায় তার মননধর্মী প্রকাশ ঘটেছে। সমগ্র শতাব্দী জুড়ে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিশ শতকের শেষ দশক নিজ শরীরে ধারণ করেছিল বিজ্ঞানের প্রভাবকে। বিজ্ঞানের ভিন্ন স্তরের মধ্যে যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রসার এসময় পর্বে নিজস্ব রূপের সঙ্গে বিশ্বমানবের পরিচয় করিয়েছে। ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশ যার বহুবিচিত্র ভাবনাকে খুব সহজেই ধারণ করতে শুরু করে। নব্বইয়ের দশকের মধ্য পর্যায়ে বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন নামের ধারণাটি বিশ্বের প্রতিটি

প্রান্তে ছড়িয়ে যায়। বিশ্বায়ন ভাবনার দাতারূপী দেশ আমেরিকা। বিশ্বের মানবজগতে নিজের অগ্রাসীনীতি সম্প্রসারণ করতে থাকে সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির ক্ষেত্রে। যার ফলে মানব-জীবনের ধ্যান-ধারণা, আচার-সংস্কৃতি সমস্ত কিছুর পরিবর্তন শুরু হয়। নব্বইয়ের দশকে বিশ্বায়ন নামক ভাবনাটির শুরু হলেও একুশ শতকের দুই দশক তাকে লালন করল নিজের চিরন্তন ভূমিতে। যার ফলে জীবন-যাত্রার মানের ভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায়। বিশ্বায়নের ফলে ভারতবর্ষের মতো দেশে বাণিজ্যের ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়। মধ্যবিত্ত জীবনে যা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে বাঙালি জাতির মধ্যে বিশ্বায়নের প্রভাব সর্বস্তরে লক্ষ করা যায়। বাঙালির চেতনা জগৎ, ভাষা ব্যবহার, সংস্কৃতিবোধকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভাবনার জগতটি বিশ্বায়নের দাপটে মৃয়মান হতে শুরু করে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মতো বাঙালিসত্তাও প্রভাবিত হয় বিশ্বায়নের কোলাহলে। ভোগবাদী মানসিকতা চোরা পথে প্রবেশ করে জীবন-চর্যার প্রতিটি ক্ষেত্রে। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে যার শুরু, একুশ শতকের দুটি দশকে তার আস্ফালন সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। ক্রমবর্ধমান ভোগবাদী পণ্যসংস্কৃতির জগতে বাঙালিসত্তার মনন পরিবর্তিত হয়। এই ধারণাকে কলম ধারণের বিচক্ষণতায় তুলে নিয়ে এলেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর কথাসাহিত্যে। যন্ত্রবিজ্ঞান-কল্পবিজ্ঞান নিয়ে রচিত হল বহু গল্প। আর তথ্যপ্রযুক্তি এবং ভোগবাদী মানসিকতার বাস্তব রূপ নিয়ে রচিত হল উপন্যাস। বিশ্বপরিস্থিতির বর্তমান রূপকে বাঙালি জীবন-চর্যায় লক্ষ করলেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনৈতিক পরিবেশ, মানুষের পরিচয় নিয়ে সংকট ইত্যাদি চিত্র উঠে এল তাঁর উপন্যাসে। সময় পরিবর্তনে মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা পরিবর্তিত হয়। সেই পরিবর্তনের চিত্র উপন্যাসের পাতায় আবদ্ধ হল তাঁর হাত ধরে।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রথম উপন্যাস 'চতুষ্পাঠী' ১৯৯২ সালে 'শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে তিনি উপন্যাস শিল্পে মনযোগী হয়েছেন। এই পর্ব থেকে উপন্যাস জগতে তিনি বহু বিষয়কে অবলোকন করেছেন এবং উপন্যাস-দেহে তার প্রয়োগ করেছেন। বহু বিচিত্র জীবনকাহিনি তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে ছাপ ফেলেছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাসগুলি ক্রমঅনুযায়ী কাহিনী পরিচয়ের দিকে এগোলে তাঁর উপন্যাস সাহিত্যের পর্ব বিভাজন এবং সেখান থেকে তাঁর গতিপথ অনুধাবন করা সহজ হবে। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে প্রকাশিত তাঁর তিনটি উপন্যাস। **'চতুষ্পাঠী'** উপন্যাসটি স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ১৯৯২ সালে। ১৯৯৫ সালে গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় 'দে'জ পাবলিশিং' থেকে। গ্রন্থটি শ্রীহীরালাল চক্রবর্তী, শ্রীজাহ্নবীজীবন চক্রবর্তী, পিতা ও

পিতৃপ্রতিম গুরুজনকে উৎসর্গ করেছেন। উপন্যাসটিতে সংস্কৃত ভাষাপ্রেমী অনঙ্গমোহনের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। উদ্বাস্তু হয়ে এপার বাংলায় আসার পর 'টোল' বা 'চতুষ্পাঠী'র শিক্ষক হিসেবে তেমন পসার বৃদ্ধি করতে না পারায় তার জীবন সংগ্রাম শুরু হয়। জীবনের তাগিদে মানুষকে জীবিকার পরিবর্তন করতে হতে পারে, সে চিত্রই উপন্যাসে উঠে এসেছে। **'নবম পর্ব'** উপন্যাসটি জানুয়ারি ১৯৯৭ সালে কলিকাতা পুস্তকমেলায় প্রকাশিত হয় দে'জ পাবলিশিং থেকে। উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'ওড়িয়া কবি লেখক শিল্পীদের'। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কল্যাণ চক্রবর্তী। উপন্যাসটি ওড়িষ্যার প্রেক্ষাপটে রচিত। কল্যাণ সেখানে প্রবাসী কর্মী। কল্যাণের চোখ দিয়ে উঠে এসেছে সেখানকার অন্ত্যজ জীবনের চিত্র। তারা যেভাবে শোষিত হয় সে চিত্রও উঠে এসেছে। অন্ত্যজ জীবনের এক মেয়ে কীভাবে ন্যাশনাল টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের 'নবম পর্ব' হয়ে ওঠে তার কাহিনিই উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে। **'বাস্তুকথা'** উপন্যাসটি জানুয়ারি ১৯৯৯ সালে কলকাতা পুস্তক মেলায় প্রকাশিত হয় দে'জ পাবলিশিং থেকে। উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন স্ত্রী বাণীকে। উপন্যাসটিতে শশাঙ্কমোহনের ছিন্নমূল জীবনে বাস্তুভূমির মোহ, বাস্তুভূমির স্থায়ী মালিকানা এবং আবার সেখান থেকে উচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কা বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসে শশাঙ্কমোহনবাবুর পুত্রবধূ বনানী উপন্যাসের নামকরণকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। নব্বইয়ের দশকে প্রকাশিত উপন্যাসগুলিতে যুগ-জীবনের চিত্র আমরা দেখতে পাই।

একুশ শতকের প্রথম দশকে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা চার। এই দশকে প্রথম উপন্যাস **'কম্পিউটার গেমস'** উপন্যাসটি জানুয়ারি ২০০০ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থটি দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে সাহিত্যিক শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে। উপন্যাসে দুটি পরিবারের কাহিনি চিত্রিত হয়েছে। একদিকে মানিক-মালবী ও তাদের পুত্র সন্তান প্রোটন। অন্যদিকে প্রবাল-মলিকা ও তাদের কন্যা সন্তান প্রোটন। এই বৃত্তে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। ফ্ল্যাট সংস্কৃতিতে সম্পর্কের ভাঙন, নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র উপন্যাসটির মূল বিষয়। **'চলো দুবাই'** উপন্যাসটি জানুয়ারি ২০০২ সালে কলকাতা পুস্তকমেলায় প্রকাশিত হয় দে'জ পাবলিশিং থেকে। উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয় সাহিত্যিক শ্রীকমল চৌধুরীকে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে একুশ শতকীয় যুগ মানসিকতা, বিপর্যয় ও বিপত্তির চিত্র। কেদারেশ্বরবাবুর পুত্র মলয় এবং নীলকণ্ঠবাবুর তৃতীয় কন্যা সিনেমার জীবন কীভাবে বিশ্বায়ন ও নবযুগের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে তার চিত্র ফুটে উঠেছে। **' অবন্তীনগর'** উপন্যাসটি জানুয়ারি ২০০২ সালে সুবর্ণরেখা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। পরে দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয় এপ্রিল মাসে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা

হয় সাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র, সুহৃদবরেষুকে। উপন্যাসটি বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত ২০০৫ সালে। উপন্যাসটির মধ্যে একটি সুবর্ণবণিক পরিবারের কাহিনি উঠে এসেছে। সময় বদলে বনেদী পরিবারের সন্তানেরা নিজেদের পরিচয় কীভাবে পাল্টে ফেলেছে তার চিত্র উপন্যাসটিতে রয়েছে। আসলে সময় বদলের চিত্র উপন্যাসটির মূলে স্থান পেয়েছে। '**যে জীবন ফড়িংয়ের**' উপন্যাসটি জানুয়ারী ২০০৪ সালে সাহিত্য বিহার প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৭ সালে, দে'জ পাবলিশিং থেকে 'আরও পাঁচটি উপন্যাস' নামে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। অশোক ও মালার যথাক্রমে একান্ন ও ছেচল্লিশ বছর বয়সে পুনরায় গর্ভধারণ তাদের কীভাবে বিপত্তির মধ্যে ফেলে দেয় তার বৃত্তান্ত এই উপন্যাসে রয়েছে। তাদের প্রথম সন্তান একাদশ শ্রেণির ছাত্র। ফলে তারা গর্ভধারণ করলেও তাকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে চায় না। এই পথে তারা কীভাবে এগিয়ে গেল তার চিত্র উপন্যাসে রয়েছে। বিশ্বায়েনের ফলে মানব চরিত্রের ধরণ বদলের চিত্র এই দশকের উপন্যাসে উঠে আসে।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা এগারো। এই দশকের প্রথম উপন্যাস '**নাটাদা**'। উপন্যাসটি জানুয়ারি ২০১০ সালে প্রকাশিত। প্রথমে সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং ২০১৭ সালে দে'জ পাবলিশিং-এর 'আরও পাঁচটি উপন্যাস'গ্রন্থে স্থান লাভ করে। প্রথম প্রকাশের সময় গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় ঋতা বসু, সুমিতা বসুকে। উপন্যাসে নাটাদা চরিত্রই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। নাটা গুণ্ডা কীভাবে তার অসামাজিক কাজের জগৎকে বিস্তার করেছিল, রয়েছে সে কাহিনি। সঙ্গে নাটাদার ব্যক্তিগত জীবনে অন্য এক মানুষের চিত্র ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। '**পরবাসী**' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ২০১০ সালে দে'জ পাবলিশিং থেকে। উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয় রণজিৎ চক্রবর্তী ও সুনন্দা চক্রবর্তী এবং দেশের জন্য মন কেমন করা পরবাসীদের। উপন্যাসে বসন্তকুসুম চরিত্রটি প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় রয়েছে। আমেরিকায় সে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে রয়েছে। পশ্চিমবাংলায় এসেছে মায়ের জন্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করবার জন্য। ফলে নানা বিষয় উঠে এসেছে যা আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে পার্থক্যকে চিহ্নিত করে। বসন্তকুসুমের মধ্যে স্বদেশ ও জন্মভূমি নিয়ে যে দ্বিধা জন্ম নেয় তার উত্তর খোঁজা হয়েছে এই উপন্যাসে। '**কান্তকবি**' উপন্যাসটি সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে জানুয়ারি ২০১১ সালে প্রথম প্রকাশ লাভ করে। পরে ২০১৭ সালে দে'জ পাবলিশিং-এর 'আরও পাঁচটি উপন্যাস' গ্রন্থে স্থান লাভ করে। প্রথম প্রকাশের সময় উৎসর্গ করা হয়— ড. অনিরুদ্ধ সিদকার ও অনুরাধা সিকদারকে। পশ্চিমবঙ্গের কবিসত্তার ভবিষ্যৎ এই উপন্যাসে নির্মিত হয়েছে। নলিনীকান্তর কবিসত্তা কীভাবে

রাজনীতির চাপে জর্জরিত হয়ে উঠেছে সে কাহিনি এই উপন্যাসের ভিত্তিভূমি।

এই দশকের বিখ্যাত উপন্যাস **'হলদে গোলাপ'**। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় প্রয়াত ঋতুপর্ণ ঘোষ সম্পাদিত 'রোববার' পত্রিকায় ২০১২-১০১৩ সাল জুড়ে। পরবর্তীকালে জানুয়ারি ২০১৫ সালে গ্রন্থটি দে'জ পাবলিশিং থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এবছরই গ্রন্থটি আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হয়। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে সাহিত্যিক শ্রীবুদ্ধদেব গুহকে। দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের পর রূপান্তরকামীদের আইনত স্বীকৃতি দানের পর তাদের হৃদয়ের আর্তির প্রকোষ্ঠগুলি এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। সঙ্গে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তারও এই উপন্যাসের মূল অনুসন্ধান। **'ভেজা বারুদ'** উপন্যাসটি জানুয়ারি ২০১৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে পত্রভারতী প্রকাশন থেকে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে সাহিত্যিক শ্রীঅভিজিৎ সেনকে। রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সাধারণ মানুষের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তার চিত্র এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এই উপন্যাসে রয়েছে। রাজনীতির সঙ্গে সামাজিক পরিমণ্ডলের যে রূপভেদ ঘটে যায় সে বিষয়টিও এই উপন্যাসে গৃহীত হয়েছে। **'পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ'** উপন্যাসটি মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি: থেকে জানুয়ারি ২০১৬ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থটি অক্লান্ত গণবিজ্ঞানকর্মী প্রধান জ্যোতির্বিদ শ্রদ্ধেয় অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাস। বিজ্ঞানকে সাক্ষী করে সাধারণ পরিবারের সন্তানদের উঠে আসা এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাহিনি এই উপন্যাসে রয়েছে। বিজ্ঞানী নারায়ণ চন্দ্র রানার জীবনকাহিনি এই উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। **'দুনিয়াদারি'** উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ২০১৬ সালে দে'জ পাবলিশিং থেকে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় অগ্রজ সাহিত্যিক শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে। ঔপন্যাসিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। আকিল মুন্সীর মতো খেটে খাওয়া মানুষের কাছে মানবতাই বড় ধর্ম। জাত-পাতের উর্ধ্বে মনুষ্যত্ববোধকে প্রাধান্য দেওয়ার কাহিনি এই উপন্যাসের অবলম্বন। **'কথাবলা পুতুল'** উপন্যাসটি জানুয়ারি ২০১৭ সালে অভিযান পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত। সংসার প্রতিপালনের জন্য মহামায়ার মতো মেয়েরা কর্মজগতে কীভাবে নিজেদের লড়াই চালিয়ে যায় তার চিত্র এই উপন্যাসের অঙ্গ। **'শেকড় ছেঁড়া'** উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ মহালয়া ২০১৭ সালে। উৎসর্গ করা হয়েছে অনুজ কথাসাহিত্যিক সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়কে। ছিন্নমূল মানুষগুলির টিকে থাকার লড়াই এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। ছিন্নমূল পরিবারের দ্বিতীয় প্রজন্ম তাদের পূর্বপুরুষদের লড়াইকে কোন চোখে দেখছে সে বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে এই উপন্যাসে। **'চার ডাক্তার'** উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ২০১৮ সালে পত্রভারতী প্রকাশন থেকে। গ্রন্থটি উৎসর্গ

করা হয় শিবব্রত দে ও প্রদীপ সেনগুপ্তকে যাঁরা লেখকের বাল্যবয়সের সঙ্গী ছিলেন। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির দিনে ডাক্তারি পেশার বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা বর্ণিত হয়েছে এই উপন্যাসে। আধুনিক যুগের সঙ্গে চিকিৎসা পদ্ধতিরও উন্নতি হয়ে চলেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ডাক্তারদের মননভূমির রূপান্তরকে এই উপন্যাসে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক। **'কিছু একটা হয়ে যাবে'** উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৯ সালে অভিযান পাবলিশার্স থেকে। গ্রন্থটি লেখকের স্কুল জীবনের বন্ধু ডাক্তার স্বপন কর্মকার ও ডাক্তার দেবাশিষ সেনগুপ্ত-কে উৎসর্গ করা হয়েছে। উপন্যাসটিতে রয়েছে এইডসের মত অসুখ নিয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণার চিত্র। কীভাবে অন্ধ বিশ্বাস সনাতন ঋষির মতো তথাকথিত অন্ত্যজ মানুষের জীবনে অন্ধকারে ভরিয়ে দিতে পারে তার চিত্র এই উপন্যাসে রয়েছে। ভ্রান্ত ধারণা শুধু সমাজের নিম্নস্তরে রয়েছে এমন নয়, ডাক্তারি পেশার সঙ্গে জড়িত মানুষগুলির মধ্যেও এই ধারণা থাকতে পারে। এর পরিণাম কী হতে পারে সে চিত্রই এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। এই সময়ের উপন্যাসের মধ্যে বিশ্বায়নের কঠোর রূপকে উপলব্ধি করা যায়।

উপরি উক্ত উপন্যাসগুলি পরপর পাঠ করার পর উপন্যাসগুলির ধারা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্ম নেওয়ায় আমি উপন্যাসগুলিকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করে নিতে চাই। আমি গবেষণা অভিসন্দর্ভে উপন্যাস নির্বাচন করেছি বিশেষ সময়পর্বকে সামনে রেখে। ফলে উপন্যাসগুলির ধারাবাহিক পাঠ আমাকে উপন্যাসের মধ্যে সময় বদলের দিকটিকে ইঙ্গিত করেছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাস রচনায় হাতেখড়ি হল ১৯৯২ সালে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার হাত ধরে। কিন্তু উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল ১৯৯৫ সালে। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে তাঁর আর মাত্র দুটি উপন্যাসই প্রকাশ পায়। এরপরে একুশ শতকের দুই দশক ধরে তাঁর উপন্যাস রচনার সালগত দিক দিয়ে একটা ধারাবাহিকতা থাকায় আমি মূলত পূর্ণ সময়কালকে ধরে কাজ করতে মনস্থ করেছি। ফলে উপন্যাসগুলিকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে মূলত উপন্যাসগুলির মধ্যে চরিত্রগুলি কী কথা বলছে এবং একটি সময় পর্বের কোনো ছায়া সেই চরিত্রগুলির উপর পড়ছে কিনা সেটা দেখার চেষ্টা করেছি। আমি উপন্যাসগুলিকে তিনটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা ও বিশ্লেষণে অগ্রসর হতে চেয়েছি। আর এই তিনটি পর্ব হল—

১. স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রথম পর্বের উপন্যাস (১৯৯০-১৯৯৯)।

২. স্বপ্নময় চক্রবর্তীর দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস (২০০০-২০০৯)।

৩. স্বপ্নময় চক্রবর্তীর তৃতীয় পর্বের উপন্যাস (২০১০-২০১৯)।

উক্ত পর্বগুলির মধ্যে শিরোনামভুক্ত 'জীবনজিজ্ঞাসার ভিন্ন স্বর অনুসন্ধান'-কে সামনে রেখে আমি বিষয়টিকে পরবর্তী তিনটি অধ্যায় হিসাবে নির্মাণ করেছি। প্রতিটি অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য উপন্যাসের চরিত্রগুলির জীবন জিজ্ঞাসার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধানের বৈচিত্র্যকে অন্বেষণ। প্রথম পর্বে তিনটি, দ্বিতীয় পর্বে চারটি এবং তৃতীয় পর্বে এগারটি উপন্যাসকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি। উপন্যাসগুলির আলোচনায় প্রথম পর্বকে তৃতীয় অধ্যায়ে, দ্বিতীয় পর্বকে চতুর্থ অধ্যায়ে এবং তৃতীয় পর্বকে পঞ্চম অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনায় এগিয়েছি।

পরবর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম পর্ব (১৯৯০-১৯৯৯)-এর উপন্যাস নিয়ে আলোচনায় মনোনিবেশ করা হল।